গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কটন এগ্রোনমিস্ট, তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, জগদীশপুর ,যশোর

এবং

নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ-৩০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০২
উপক্রমণিকা	০৩
সেকশন ১ ঃ রুপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী	০৪
সেকশন ২ ঃ বিভিন্ন কার্যক্রমের চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	০৫
সেকশন ৩ ঃ কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	০৬
দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	০৭
সংযোজনী ১ ঃ শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)	০৮
সংযোজনী ২ ঃ কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী উইং/অফিস/ইউনিট/প্রকল্প এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩ ঃ কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা	১২
	১৩

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview Performance)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অধীন তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর গবেষণার মাধ্যমে তুলার উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রীড জাত উদ্ভাবন, কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা, সার ব্যবস্থাপনা, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রন এর নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং চাষীর মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি বিস্তারে প্রশিক্ষণ, কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। অত্র খামারে গত তিন বছরে (২০১৫ থেকে ২০১৭-১৮) বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে (ব্রিডিং, এগ্রোনমি, এন্টোমলজি, সয়েল সাইন্স, প্যাথলজি) ১৫.০ হেক্টর জমিতে গবেষণা এবং মাঠ/চাষী পর্যায়ে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে (এগ্রোনমি, সয়েল সাইন্স) ৩.০ হে. কৃষকের জমিতে অন-ফার্ম ট্রায়াল করা হয়েছে। অত্র খামারে গত তিন বছরে ৬.০ হে. জমিতে তুলা চাষ করে প্রায় ৩.৯০৬ মে. টন মৌল বীজ ও ৮৯ হে. জমিতে তুলা চাষ করে প্রায় ১৪৪.৫ মে. টন ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত ভিত্তি বীজ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জোনাল কায়ালয়ে বিতরণ করা হয়েছে যা চাষীর মাঠে ব্যবহৃত হয়। এ সময়ে উদ্ভাবিত ২ টি উন্নত তুলার জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়েছে এবং আরও ১ টি হাইব্রীড জাত অবমুক্তি হয়েছে। বিগত তিন বছরে অত্র গবেষণা কেন্দ্র থেকে বীজ বপন সময়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

তুলা একটি ৬ মাস মেয়াদী ফসল। স্বল্প মেয়াদী জাতের অভাবে তুলা চাষে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। তুলা ফসলকে শাক-সব্জী, ফুল, ফল ও অন্যান্য উচ্চমূল্যের ফসলের সাথে প্রতিযোগীতা করে টিকে থাকতে হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার মূল্যের স্থিতিশীলতার অভাব। পরিবর্তিত জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক কটন, স্বল্প মেয়াদী এবং তুলার দেশীয় হাইব্রিড জাতের উদ্ভাবন জরুরী। লজিস্টিক সাপোর্ট ও জনবলসহ গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজের সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। গবেষণা খামারের জমি অসমতল, সেচ ব্যবস্থা অপ্রতুল, মৌসুমে শ্রমিকের অভাব রয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগবিধি অনুমোদনের বিষয়টি বিলম্বিত হওয়ায় জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি না হওয়ায় স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

চলতি ২০১৭-১৮ মৌসুমে ৩৪.০০ হে. জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, এবং ৫৫.০০ মে. টন বীজতুলা উৎপাদন হয়েছে যা থেকে প্রায় ২০.৫ মে: টন আশঁতুলা উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী ২০১৮-১৯ সাল নাগাদ একই পরিমান জমিতে তুলা চাষ করে ২৫ টন আশঁতুলা উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন তুলা উৎপাদনকারী দেশের সাথে যোগাযোগ করে স্বল্প মেয়াদী তুলার জার্মপ্লাজম এনে গবেষণার মাধ্যমে তুলার হাইব্রিড ও জাত হিসেবে অবমুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯ মৌসুমে ১ হে: জমিতে হাইব্রীড তুলা বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে যা থেকে প্রায় ৫০০ কেজি হাইব্রীড বীজ উৎপাদস করা সম্ভব হবে। অত্র গবেষণা খামারে বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও নির্মাণ কাজ চলছে। মূল ফসলকে ব্যাহত না করে স্বল্প উৎপাদনশীল অঞ্চল যেমন লবনাক্ত এলাকায় তুলা চাষের উদ্যোগ হিসাবে গবেষণা কার্যক্রম চলছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনসমূহঃ

- হাইব্রীড তুলার জাত সিবি হাইব্রীড-১ জাতের বীজ বর্ধন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- তুলা বীজ আগাম বপন সময়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- সংকরায়নের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ও উন্নতমানের আঁশের গুনাবলী সম্পন্ন জাত উদ্ভাবন প্রচেষ্টা চলছে।
- "সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প (ফেজ-১)" শীর্ষক প্রকল্পের সহায়তায় তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও কাজ চলছে।
- গবেষণার মাধ্যমে মোট তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনসমূহ

- এ বছরে পাহাড়ি তুলার একটি জাত (পাহাড়ি তুলা-৩) অবমুক্তি দেয়া হয়েছে। এছাড়া আরও ২ টি জাত অবমুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে;
- বরেন্দ্র, খরা, লবনাক্ত অঞ্চল ও দুই পাহাড়ের উপত্যকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- তুলার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা আমেরিকান বোলওয়ার্ম প্রতিরোধি Bt Cotton চাষাবাদের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এর Contained trial এর জন্য চীনের হুবেই সীড কোম্পানী হতে Bt Seed বাংলাদেশে আনা হয়েছে এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কারিগরি সহায়তায় গবেষণা কার্যক্রম BARI এর গ্রীন হাউজে Contained trial স্থাপন করা হয়েছে। আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উক্ত গবেষণা কার্যক্রমের সম্ভাব্য অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে;
- সংকরায়নের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ও উন্নতমানের আঁশের গুনাবলী সম্পন্ন জাত উদ্ভাবন করা হবে।
- বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ও রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে;
- "সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প (ফেজ-১)" শীর্ষক প্রকল্পের সহায়তায় তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মানসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত এবং যানবাহন ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- তুলার বাজার ব্যবস্থা চাষী বান্ধব করা এবং চাষীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার, প্রাইভেট জিনার, টেক্সটাইল মিলস কর্তৃপক্ষ সংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে মাঝে মাঝে যৌথ সভা করা হচ্ছে ;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ অর্গানোগ্রাম, বোর্ডের পুনর্গঠন ও নিয়োগবিধি অনুমোদন ত্বরান্বিত করে সমস্যার সমাধান করা;
- গবেষণার মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।

উপক্রমণিকা (Preamble)

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর এর কটন এগ্রোনমিস্ট

এবং

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক

এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ১১ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হল।

এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন ঃ

সেকশন ১ঃ

১.১ রুপকল্প (Vision) ঃ

তুলা ও তুলা ফসলের উপজাত এর উৎপাদন বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন।

১.২ অভিলক্ষ্য **(Mission)** ঃ

মানসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল আঁশতুলা উৎপাদন, গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও উপকরণ সহায়তা দিয়ে তুলা চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

১.৩ *কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ* **(Strategic Objectives)t**

১.৩.১ বিভাগীয় কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ।

২. কৃষি উপকরণের সরবরাহ ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি।

৩. কর্মব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. দক্ষতার সংগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলী *(***Activities):**

১. বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগ উপযোগী পরিবেশ বান্ধব স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মৌলিক, উপযোগী এবং প্রায়গিক গবেষণা পরিচালনা করা;

২. প্রশিক্ষণ, পার্টিসিপেটরী রিসার্চ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ইত্যাদির মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে তুলা চাষের আধুনিক কলা-কৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা;

৩. তুলাচাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সম্প্রাসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;

৪. তুলাচাষীদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান;

৫. বীজতুলার জিনিং ও মার্কেটিং;

৬. জিনারদের বেসরকারীভাে ব বীজতুলা এবং এর উপজাত প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান এবং

৭. তুলাচাষিদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।